সমকাল

তারিখ ... 12 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...৩...

# বিদ্যাদেবীর গ্রাম

## বিদ্যুৎ নেই, আছে জ্ঞানের আলো

■ ইকবাল হোসেন, *মতলব (চাঁদপুর) থেকে*

মেঘনা-ধনাগোদা নদীর কূলঘেঁষে মেঠোপথ। সে পথের শেষে ছোট্ট গ্রাম লামছড়ি। ওই পথ ধরেই সকাল আর পড়ন্ত বিকেলে দল বেঁধে বিদ্যালয় থেকে ফিরে আসে শিশুরা। ঘরের পাশে, কখনও বা গ্রামের পথেও বই নিয়ে দৌড়াতে থাকা শিশুদের সামলাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন শাঁখা-সিঁদুর পরা নারীরা। নিরক্ষর এ গ্রামে নেই বললেই চলে। আর তা থাকবে কীভাবে? দুই-চারজন নয়, এ গ্রামটিতে বসবাস করেন মোট ৪৬ জন শিক্ষক। জ্ঞানের আলো জ্বালাচ্ছেন তারা এ স্কুলে, ও স্কুলে আর নিজেদের গাঁয়ে তো বটেই। লামছড়ি নামের ছোট্ট এ গ্রামটিকে লোকজন তাই বলে 'বিদ্যাদেবীর গ্রাম', বলে, 'শিক্ষকদের গ্রাম'।

শনিবারের বিশেষ

বিদ্যাদেবীর এ গ্রামের অবস্থান চাঁদপুর জেলার মতলব দক্ষিণ উপজেলা সদর থেকে ১২-১৩ কিলোমিটার দূরে। শিক্ষার আলো জ্বালানোর বা শিক্ষকতা শুরুর এ কাজটি যিনি প্রথম শুরু করেন, তার বয়স বর্তমানে ৯০ পেরিয়ে গেছে। ১৯৭৩ সালে নিবারণ চন্দ্র হালদার নামে এ মানুষটি প্রথম শিক্ষকতা শুরু করেন। বেতন-ভাতার চিন্তা করেননি তিনি। কোনোমতে দাঁড় করানো একটি স্কুলঘরে হাতেগোনা কয়েকটি টেবিল-চেয়ার ছিল। সেখানেই কাজ করতেন তিনি। মানুষের কাছে ধরনা দিয়ে সামান্য যা টাকা পাওয়া যেত তা দিয়েই সংসার চালাতে হতো তাকে। এ কারণে তখন সবাই শিক্ষকতার পেশাকে উপহাস করত। আঙুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে বলা হতো, শিক্ষকতা করলে এমন থাকতে হবে। কিন্তু হাল ছাড়েননি নিবারণ। ধীরে ধীরে তার একাগ্রতা আর স্বপ্ন সঞ্চারিত হয়েছে আরও অনেক মানুষের মধ্যে। তাই চোখের সামনেই লামছড়িতে এখন শিক্ষকতার পেশায় যুক্ত রয়েছেন নবীন-প্রবীণ মিলিয়ে ৪৬ জন। তার ছাত্ররা তো বটেই, তাদের সন্তানদেরও কেউ কেউ নিয়োজিত হয়েছেন শিক্ষকতায়।

রাস্তাঘাট বা যোগাযোগহীন এ গ্রামটি বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও পরিচিতি পেয়েছে বিদ্যাদেবীর বা ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

বিদ্যাদেবীর গ্রাম

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

শিক্ষকদের গ্রাম হিসেবে। এ গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক রয়েছেন ৩৬ জন। তাদের মধ্যে ১১ জন নারী। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন আটজন, আর কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষকতা করছেন দু'জন। প্রবীণ নিবারণ চন্দ্র হালদার অনেক আগেই অবসরে গেছেন। অতীতের কথা বলতে গিয়ে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, 'আগে তো সামান্য লেখাপড়া জানা লোকও চাকরির জন্য শহরে ছুটে যেত। অথচ এখন আমার গ্রামেই ৪৬ জন শিক্ষক। আমার তরুণকালের সঙ্গে আমি এ হিসাব কিছুতেই মেলাতে পারি না।' শিক্ষকতার কি অবসর আছে? এখনও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে লেখাপড়া নিয়ে কথাবার্তা বলেন তিনি, দেন পরামর্শ।

লামছড়ি এতই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, গ্রীষ্মকালে হেঁটে যেতে হয়, বর্ষায় যেতে হয় নৌকায়। এর মধ্যে কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে সারা পথে থাকে হাঁটু কাদাপানি। বিদ্যুৎও পৌঁছেনি এ গ্রামে। তবু থেমে থাকে না শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপরতা। এ গ্রামের জনসংখ্যা প্রায় দুই হাজার ৮৫০ জন। গ্রামের একমাত্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০১ জন। একমাত্র উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৮৫ জন। একটি মিশনারি স্কুলও আছে এ গ্রামে। আছে ছোট-বড় মিলিয়ে আটটি মন্দির ও তিনটি মসজিদ।

বিদ্যুতের আলো না থাকলেও জ্ঞানের আলোয় আলোকিত এ গ্রামে সৌজন্যতার কমতি নেই এতটুকু। সকালে-বিকেলে কিংবা অবসরে বাড়ির উঠান কিংবা আঙিনায় বসে আলাপ-আলোচনায় মেতে ওঠেন নবীন-প্রবীণ শিক্ষকরা। শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়– বিভিন্ন সময় নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পালা গানের প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন গ্রামের সবাই।

এখানে প্রতিটি পরিবারই যেন শিক্ষক পরিবার। শিক্ষকতা যেন তাদের পারিবারিক পেশা। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নির্মল চন্দ্র বেপারী। তার তিন ছেলে ও তিন মেয়েও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। রমনিমোহন সরকার শিক্ষকতা থেকে অবসর নিয়েছেন ২০০২ সালে। তার দুই ছেলে এবং ছেলের স্ত্রীরাও শিক্ষকতা করছেন। অবসরে যাওয়া দয়াময় সরকারের পরিবারেও রয়েছেন তিন শিক্ষক। একই পরিবারে ছয়জন শিক্ষক– এমন ঘটনাও বিরল নয় এখানে। গ্রামের তরুণ শিক্ষক সুমন ও সঞ্জয় সরকারও শিক্ষকতায় এসেছেন বাবার পথ অনুসরণ করে। শিক্ষার জাগরণে পুরো গ্রামটিই রেখে চলেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।